প্রদীপ

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রদীপ

গীতিকাব্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
প্রণীত

কলিকাতা
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
১২ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান ; কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের সাত আটটি কবিতা রাখিলাম। তাহাও আমূল পরিশোধিত। এমন কি নূতন কবিতাও বলা যায়। সূত্রানুরোধে কনকাঞ্জলি ও ভুলের দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্টগুলি নূতন।

সাজাইবার গুণে গীতিকবিতাবলীতেও বেশ একখানি কাব্যের আভাস বা হৃদয়ের একটি ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এবার একটু সে রকম চেষ্টাও করিয়াছি।—চেষ্টামাত্র। প্রথমাংশ অবতরণিকা।

এই বিন্যাস-নৈপুণ্য রবার্ট ব্রাউনিঙে শিক্ষা। কিন্তু কবিতা-গুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।

প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ছাপাখানার খুটিনাটির ভার লইয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেও—তাঁহার ছাপান নাম আর একবার ছাপাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। ইতি

২৪শে আশ্বিন,
১৩০০ সাল। } গ্রন্থকার

সূচী

প্রদীপ

ART IS LONG, BUT LIFE IS SHORT.

উপহার

গীত-অবশেষে নিশ্বসিল কবি
  বল কি গায়িব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
  বাজিল না হৃদি-তার।

চিত্র-অবশেষে সজল নয়নে
  চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
  জীবন বৃথায় যায়।

প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
  এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল, কত বুঝেছিল,
  কিছুই হ'লো না বলা।

কবিতা

আহা, প্রাণারাম কিবা   নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা
চারি দিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য্য অপার।
ও আলোকে মুগ্ধ হিয়া,   দিগ্বিদিক হারাইয়া,
বদ্ধ উনমাদ কোথাকার—
দেখ, দেখ, কি আনন্দ তার!
একটা প্রদীপ ল'য়ে   ছুটে আসে ব্যস্ত হ'য়ে,
গরবে বলিয়া বারবার,—
'এই লও, ধর উপহার।'

ভাবুকতা

ওই দূরে—ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
তুলিয়া কোমল দেহখানি,
ছড়ায়ে মানের আধ-বাণী,
পাষাণের নিভৃত হৃদয়,
সুখ-স্বপ্ন-কল্পনা-আলয়,
না বুঝে, বিরক্ত হ'য়ে, স্বেচ্ছায় যেতেছে ছেড়ে
বেড়াতে কাঁদিয়া ধরাময়।
জগতের মরুভূমে দ্বিপ্রহরে রবি-তাপে
শুষ্ক কণ্ঠে করিতে চীৎকার—
'সে পাষাণ কোথায় আমার!'

কবিত্ব

একবার তব, নারি, প্রেম-মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি,
মনে হয়, দুই জনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি।
আমি বুঝি—আমি যেন একটি বিদ্যুৎ মত
তোমাদের মাঝখানে চলি উছলিয়া,
মিশায়ে—মিলায়ে, মরি, মিশিয়া—মিলিয়া!

তর্কে

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা ?
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইয়া কি দিব তোমারে ?
জীবন নহে ত সমভূমি
দেখিয়া লইবে একেবারে।

রোগে যশোলিপ্সা

রে কল্পনে, উড়াইয়া আনিলি কোথায় ?
এ কি সর্ব্বভেদী শূন্য চারি দিকে চেয়ে !
জমিয়া যেতেছে রক্ত শিরায় শিরায়,
হৃদয় ঘর্ঘরি ওঠে শ্বসিতে না পেয়ে।
এই ভীষণতা-বুকে এমনি করিয়া,
অনিচ্ছায়, অতৃপ্তিতে, নিয়তির ঘায়,
এমনি ভীষণ হ'য়ে যাব কি মরিয়া ?—
কেহ জানিবে না আর কে ছিল কোথায় !

এ আমার যতনের সত্তা এক কণা,
মিলিতে কি না পারিয়া—মিলিবারে গিয়া,
ঘুরিতে ঘুরিতে পুন যাবে না ফিরিয়া
জগতের আকাশে কি ?—ছিল এক জনা
জগতের শিশুদের দিতে কি জানায়ে ?
কল্পনে, কোথায় পুন আনিলি নামায়ে ?

গীতি-কবিতা

ক্ষুদ্র বন-ফুল-বাসে,
সারাটা বসন্ত ভাসে ;
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন ;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে,
চির-ঊষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।

ক্ষুদ্র বৃষ্টি-কণা-বলে
সপ্ত পারাবার চলে ;
ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য মহাদেশ ;
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে ;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ।

ক্ষুদ্র মণি-কণা-ছায়
খনির তমান্ধ ভায় ;
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল অনুপল পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী ।

হৃদয়টা ভেঙে টুটে
তবে বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল দুলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা ।

তপন বিশ্বের রাগ
বুকে কলঙ্কের দাগ,
কিন্তু নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী ;
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী ।

রমণী

রমণি রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
যেন বিধাতার দৃষ্টি জড়িত প্রকৃতি সনে
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।

সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
শৃঙ্খলা দাঁড়ায়ে তোমা পরে।
তপনের রশ্মি-বলে চলে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
মেঘ-ঘোরে স্বর্গের আভাস!

প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধকাম,
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি।

স্বর্গ-চ্যুত, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত নর-মতি
ভুলে গেছে জন্ম-গত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা,
পেয়ে তব প্রেমের আরতি।

আবাহন

১

একত্র ক'রেছি আজি
যুগ-যুগ চিন্তারাজি,
সুখ, দুখ, আশা, স্মৃতি,
মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, ধৃতি ;
হে পিরীতি, সমূরতি কর অধিষ্ঠান,
লহ অর্ঘ্য, রাখ নর-মান।

আসৃজন যত্ন-শ্রম,
অধ্যবসা', পরাক্রম,
এত যাগ-যজ্ঞ-কর্ম্ম,
এত শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম,
এত হত্যা-আত্মহত্যা, এত ভক্তি-জ্ঞান,
নহে—নহে তুচ্ছ এই ধ্যান।

হের, এ আকুল-ভাষে
দেবগণ দ্রুত আসে—
উন্মুক্ত আকাশ-পট,
মেঘ-কেতু লট্‌পট্‌,
নক্ষত্র দেখায় পথ বিচিত্র আলোকে,
শ্বসে বায়ু মৃদু-মন্দ শ্লোকে।

হের, এ প্রণবে, সতি,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সুর-সৃষ্টি ঝরে শিরোপর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।

কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্মধারী।

এস তবে, এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে ;
এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন,
দেবাসুর রণক্ষেত্র—সর্ব্বতীর্থসার ;
উপযুক্ত আসন তোমার।

বিনা মন্দাকিনী-তীর
কোথা খেলা অমরীর ?
বিনা বঁধু-মধু-বুক
নাহি রাধা নিদ্রাসুখ ;
কর্ম্ম বিনা কারণের কোথায় আশ্রয় ?
মর্ত্ত্য বিনা স্বর্গ বিপর্য্যয়।

অয়স্কান্ত মণি পর
কেন্দ্রীভূত রবিকর ;
মহাদেব জটাপাকে
ভাগীরথী বাঁধা থাকে ;
প্রকৃতির অবিকৃতি পুরুষ-হিয়ায় ;
কালিকা আগমে বিহরায়।

২

এসেছে কমলা-বাণী,
এস তুমি, প্রেম-রাণি !
এত গর্ব্ব, এত জয়,
তবু নর সুস্থ নয়—
তবু ওঠে হাহাকার ভেদি অন্তঃস্থল,
গেল—গেল জীবন বিফল।

সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি অবসরে
সে অতৃপ্তি হাহা করে ;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, জীবনে ধিক্কার ;
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার।

আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-স্থাপনার ছলে
বিশ্ব দি রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শত চূর ;
হাহা, নর সাক্ষাৎ অসুর।

বৃথা তার ইতিহাস,
ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষ ;
বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন ;
মিছা কুরুক্ষেত্র রণ ;
সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায় !
ধিক্ নরে, নর-প্রতিভায়।

উর, দেবি, রাখ সৃষ্টি,
কর প্রেম-সুধা-বৃষ্টি ;
বিনা ও চরণ-স্বেদ
এ ভাগ্য হবে না ভেদ,
অচল অটল সেই—দুর্ভেদ্য আঁধার,
প্রকৃতির প্রথম বিকার।

উর শত সূর্য্য-ভাসে—
নীচতা পলাক্ ত্রাসে,
জ্ব'লে যাক্ অহঙ্কার,
ধন-জন-হুহুঙ্কার,
হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার, মিথ্যা-কোলাহল ;
মঙ্গলে মরুক্ অমঙ্গল।

মরে যথা বজ্রানলে
মহামারী দলে দলে,
জ্ঞান যথা মহাজ্ঞানে,
প্রাণ যথা মহাপ্রাণে ;
মরুক্ এ অপূর্ণতা পূর্ণতা-ভিতরে।
এস, দেবি, এস ঘরে-পরে।

এস, ভেদি ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ !
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্য-রক্তে ঝল ঝল্—
এস আত্ম-বিনাশিনি, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সস্মিতে !

প্রেম-গীতি

কত যেন দোষী হ'য়ে, কত যেন পাপ ল'য়ে,
আসিয়াছি নিকটে তোমার ;
কি যেন দুখের চিত্র, কি যেন সুতীব্র বিষ
আনিয়াছি দিতে উপহার।

জ্বলন্ত আঁখিতে আছে যেন কি কলঙ্ক-লেখা,
আঁখি তুলে দেখিতে না চাও।
রুদ্ধ কণ্ঠে আছে যেন মৃত্যুর কঠোরাদেশ,
দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও।

আঁধারে মাথার পরে পরিণাম-নিশাচর
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া,
দেখিতেছ তুমি যেন সময়ের মেঘ ঠেলি
সে আঁধার চিরিয়া চিরিয়া।

উদ্গীর্ণ করিবে চিন্তা কি অনল ধাতু-স্রাব,
চরাচর যাবে ছারখারে,
রাখিতে নারিবে যেন কয়টা সমুদ্র দিয়ে,
কি তোমার চির অশ্রুধারে।

হৃদয়-ভিতরে যেন শ্মশান হইয়া গেছে,
বুঝি নাই সুধু নিশা-ছলে ;
একটি দৃষ্টিতে তব— ঊষার আভাসে ওই,
এখনি মিশিব প্রেতদলে।

২

তাই তুমি ঘৃণা ক'রে, ভীত হ'য়ে যাও স'রে,
মোর শ্বাস যায় না যেখানে ?
কি ছিলাম কি হ'য়েছি, কেমনে বাঁচিয়া আছি
দেখ না ফিরিয়া আঁখি-কোণে।

শুন তবে, রমণি রে, বলি তোরে গর্ব্ব-ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ-শূন্য নয় ;
জুড়াবে না এ প্রণয় স্বার্থ না হইলে পূর্ণ,
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়।

চিন্তায় অভাব আছে, কার্য্যেতে অভাব আছে,
জগতে অভাব আছে মোর,
সুখেতে অভাব আছে, দুখেতে অভাব আছে,
স্বরগে অভাব আছে ঘোর।

লইয়া অভাব এত, লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার;
যতটুকু পার তুমি এ শূন্য পূরিয়া দাও,
দাও সুধু—শক্তি দাঁড়াবার!

প্রণয়ের পর-ভাগ আপনি গড়িয়া লবে
আপনায় কল্পনা স্বপনে;
তুচ্ছ প্রেমিকের আশা— ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে নাহি পেলে এক জনে।

পুনর্ম্মিলনে

১

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে, না জানি কি ভাগ্যবলে
উঠিনু হেথায় ;
কোন্ দৈব কৃপা আজি হ'ল অনুকূল মোরে,
মিলাল তোমায় !
কল্পনার দুরাশার এ অপরিচিত স্থান,
স্বপন-অতীত ;
নিদাঘ-মরুভূ-মাঝে আচম্বিতে মন্দাকিনী
হ'ল প্রবাহিত।
পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে, আবার তোমার সনে
হইবে মিলন,
পূর্ব্বে যদি জানিতাম,— কে চাহিত মুছিবারে
স্মৃতির লিখন ?

নানা রত্ন-পরিপূর্ণ, সাধের হৃদয়-খানি
কে ভাঙিত, হায়!
প্রাণের মদির স্বপ্ন, আঁখির জ্বলন্ত শিখা
কে আজি নিবায়?
জ্বলন্ত নয়নান্তরে করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিণী?
শ্মশান-হৃদয়-মাঝে দাপটে বেড়াত ছুটে
আশা উন্মাদিনী?
ফুলময়ী স্নিগ্ধ স্মৃতি জ্বালামুখী উল্কালতা
আজি কি হইত?
প্রেম-নদী-মন্দাকিনী বরষার পদ্মা রূপে
আজি কি বহিত?

২

আজি যদি ভাগ্যবলে ও মধুর মুখখানি
দেখিনু আবার,
অবোধ নয়ন কেন আবার মোহিছে মোহে
দেখিতে আঁধার!

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে, এত উপদেশ শুনে,
এত যন্ত্রণায়—
দুর্ললিত প্রেম-স্রোত আপন মরণ-পথে
তবু ছুটে যায়!
মধুময়ী সুখ-আশা, নিদাঘের শুষ্ক লতা
পুন মুঞ্জরিত;
অতীত শৈশব-ছায়া, লুপ্ত ফল্গুনদী আজি
পুন উচ্ছ্বসিত।
কুহকিনী কল্পনার ইন্দ্রজালময়ী ছবি
অন্তর-অন্তরে
প্রতিপলে নব মূর্ত্তি, নবীন অমৃত-ধারা,
ছুটায় লহরে।
জাগ্রতে সুখের স্বপ্ন, স্বর্গের নন্দন-ছায়া,
সম্মুখে ভাসিছে;
ও মুখের প্রতিবিম্ব, ভাঙা বুকে চাঁদ-আলো,
আবার হাসিছে।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে শুন একবার, সখি,
স্মৃতির গর্জ্জন;
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে দেখ একবার, সখি,
হৃদয়-মন্থন!

৩

একটি তরঙ্গ আজ   হ'য়েছিল অনুকূল,
হয়েছে মিলন ;
একটি তরঙ্গ রোষে   আসিবে, পড়িব দূরে
সহস্র যোজন।
এই স্বপনের দেখা,   এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে ;
অনন্ত আঁধারাকাশে   কক্ষ-ভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি লুকাবে।
কিন্তু ও আকাশ পানে,   যেখানে ও তারাটুকু
দাঁড়ায়ে এক্ষণে,
ওই অন্ধকার পানে   চাহিয়া উদাস প্রাণে,
নিশ্চল নয়নে,
দুর্ব্বহ জীবন-ভার   নিঃশবদে অকাতরে
হইবে বহিতে ;
নিবাতে হইবে জ্বালা   বিষে কিম্বা উদ্বন্ধনে
জ্বলিতে জ্বলিতে।

এস তবে একবার— মিলাইয়া, সুলোচনে,
নয়নে নয়ন,
দেখি লো কেমন লাগে নিদাঘের তীব্রতপ্ত
এ মরু-জীবন।
শুন তবে একবার— এ প্রাণের জ্বালাময়ী
দুখের কাহিনী ;
বলিতে বলিতে সুখে জন্মমত একেবারে
ঘুমাই, রমণি।

৪

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে অকালে ভাঙিয়া গেছে
হৃদয় আমার ;
পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে না জানি মুহূর্ত্ত পরে
কি ঘটে আবার !
হ'ল যদি সম্মিলন, একটু অপেক্ষা কর
দেই উপহার।
একটু অপেক্ষা কর, নির্ব্বাপিত করি দীপ
সম্মুখে তোমার।

দেখিয়া নিমেষ-তরে প্রাণের যাতনাশূন্য
এই খিন্ন দেহ,
তার পর ধীরে ধীরে যেখানে মনের সাধ,
সেই খানে যেও।
সংসারের গণ্ডগোল বড় বাজিতেছে কাণে
পারি না সহিতে।
স্বর্গীয় প্রাণের সনে জগতের তিক্ত বিষ
পারি না বহিতে।
ধরাতল-বিপ্লাবিনী উন্মত্তা কল্পনা-নদী
এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
নৈরাশ্য-পাষাণ দিয়ে কত দিন বল আর
রাখি রুদ্ধ ক'রে ?
আশার অমৃত-ভাণ্ড সম্মুখে ধরিয়া করে
মরুর উপরে,
বারেক না স্বাদ ল'য়ে কতদিন বল আর
জীবনী সঞ্চরে ?
একটু অপেক্ষা কর, মনে বড় আছে সাধ
দিব উপহার—
জগত-বন্ধন-হীন, দুখ-সুখ-প্রেমাতীত
পরাণ আমার।

শেষবার

এইবার—শেষবার, দেখি তবে একবার
হয় কি না হয়।
বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত—দিনরাত
আর নাহি সয়।
প্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি ফেলিব আজ,
বাঁধিয়াছি বল ;
আশায় ভরসা নাই, জীবনেরো শেষ নাই,
শুষ্ক মর্ম্মস্থল।

এই যে সন্দেহ-জ্বালা পিপাসা যন্ত্রণা মোহ,
একি ভালবাসা ?
কেহ বুঝিল না কথা, কেহ বুঝিল না ব্যথা,
এযে কর্ম্ম-নাশা !
এযে রে কুস্বপ্ন-ঘোর— জন্মান্তর অভিশাপ—
কুহক কাহার !
সেই কথা, সেই গান, সেই মুখ, সেই প্রেম,
সে-ই বারবার ?

দিনে দিনে পলে পলে নীরবে গম্ভীরে ধীরে
আসিছে মরণ।
দুরাশার ঘুর্ণি-পাকে নীরবে অলক্ষ্যে ধীরে
টুটিছে জীবন।
আশা তৃষা মায়া সাধ পুড়িতেছে পলে পলে
প্রতীক্ষায় জ্বলি।
কামনার মহাযজ্ঞে কেন এই তুষানল,
মন-প্রাণ বলি !

সুখের পশ্চাতে দুখ ছুটিতেছে অবিরত,
দিন পিছে রাত,
ভালবাসায় আত্মহত্যা তেমনি কি বিধি সত্য,
যথার্থ নির্ঘাত।
নিবেছে কল্পনা-আলো, সম্মুখে নিরাশা-রাত্রি,
জ্বাল্ চিতা জ্বাল্,
কৈশোরের তন্দ্রা স্বপ্ন চিরতরে হ'ক্ ধ্বংস,
ঘুচুক্ জঞ্জাল।

ভালবাসা—ভালবাসা ও সুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা ;
ভালবাসা—ভালবাসা পাগলের হাসি-কান্না,
নারীর খেলনা।
কও জগতের কথা, কবি পাগলের কথা
রেখে দাও দূরে ;
প্রেমের বিষাক্ত ক্ষত বল, সখা, বল, সখা,
কি ঔষধে পূরে ?

বিস্মৃতি ? বিস্মৃতি কোথা— জীবনে বিস্মৃতি নাই !
প্রেম প্রাণ স্মৃতি
হইয়া গিয়াছে মোর তার কথা, তার গান,
তাহারি আকৃতি।
প্রেম প্রাণ স্মৃতি দিয়ে উদযাপিব প্রেম-ব্রত,
হে কবি নবীন,
দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
আজ একদিন।

তোল্ হাসি কোলাহল, বল্ সবে বল্ বল্
কি করিয়া হয়—
শরতের মেঘ সম উপরে সুনীল ছায়া,
মাঝে শূন্যময় !
ওই মদিরার মত কোথা পাই শূন্য হাসি,
হাসিই কেবল,
অর্থহীন অশ্রুহীন মায়াহীন মোহহীন
সুধু খল্ খল্ !

রমণি, তোমার তরে তোমারি মতন হই
বল' কি উপায়ে ?
ঠোঁটে হাসি প্রেম-কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা,
জ্বালা নাই ঘায়ে !
চলেছি জগত-পথে, চলেছি মৃত্যুর পথে,
ঢাল্ সুরা ঢাল্।
প্রেম নয়, কাব্য নয়, রমণীর হৃদি নয়,
জ্বাল্ চিতা জ্বাল্।

দগ্ধ নগরের মত উড়াইতে স্মৃতি-ভস্ম
কেন আছি পড়ি !
বর্ত্তমান হাহাকারে ভবিষ্যত অন্ধকারে
গত স্বপ্ন ধরি।
জীবনের মরুভূমে কোথা তুমি চিরস্নিগ্ধ
প্রেম-কল্লোলিনি !
হৃদয়ে চাপিয়া কর যেথা যাই—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী।

প্রণয়ের পারাবারে আশা-ভগ্ন অভাগার
আশ্রয় কোথায় ?
শত ইন্দ্রচাপ-ছলে ও স্থধু মৃত্যুর কর
ডাকে হায় হায় !
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন ! এযে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ,
বিকৃত কল্পনা ;
দুরাশার উপহাসে সহস্র মরণাধিক
আত্মপ্রবঞ্চনা ।

শ্রাবণে

সারা দিন এক খানি জল-ভরা শ্রান্ত মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসিয়া গবাক্ষ-ধারে সারা দিন আছি চেয়ে,
জীবনের আজি অবকাশ !
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে দোলে,
ফুলগুলি পড়িছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়িছে ঝুলি,
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া ।

কোথা সাড়া শব্দ নাই, পথে লোক জন নাই,
হেথা হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজে ঘাসবন হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক জল,
বেড়াতেছে উড়িয়া আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কম্পিত বাতাসে ভাসে ;
ঢাকা ধরা শ্যাম কুশ কাশে।

দীঘিটি গিয়াছে ভ'রে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ঘায়—বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীর-নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
শ্রেণী দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা চকী ব'সে আছে দুটি দুটি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ বা গ্রাম্য বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরুশ্রেণী-তল দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি ধান-গাছগুলি
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলেতে লুটিছে জল টল্‌মল্ থল্ থল্,
বুকে বায়ু থর্ থর্ নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
ঘরে ব'সে মুড়ি দিয়া গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে— কোন কাজ হাতে নাই,
কোন কাজে নাহি বসে মন ;
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি, কেন উঠি—কেন বসি !
এই শুই, এই গান গাই ;
কি গান—কাহার গান! কি সুর—কি ভাব তার !
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

রজনীর মৃত্যু

পশ্চিমের জলদ-শয্যায়
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।
দিগন্তের স্নিগধ কোলেতে
গুরুভার মাথাটি থুইয়া,
অনিমিখ অরধ নেত্রেতে
দেখিতেছে, আত্ম হারাইয়া,
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি।

ছেড়ে যেতে চাহে না পরাণ,
তবু না গেলেও নয়।
আশা তৃষ্ণা সব ছেড়ে, স্মৃতির সান্ত্বনা ফেলে,
শূন্যে পূরিয়া হৃদয়—
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ!

একবার ভাঙাইয়া ঘুম,
চুম্বি নিমীলিত নয়ন-কুসুম,
বিদায়ের শেষ কথা— প্রাণের একটি ব্যথা
না বলিয়া ছেড়ে যাওয়া দায়।
তবু যেতে হবে হায়!

অসময়ে জাগাইবে? জাগিলে বিরক্ত হবে,
কাজ নাই জাগাইয়া আর—
যাক্ তবে যাক্ অন্ধকার।

হৃদয়ের তারাগুলি একে একে অন্ধকারে
যেতেছে নিবিয়া;
সারা নিশি আছে জাগি, নয়নে পলক নাই,
জলে আঁখি গিয়াছে ডুবিয়া,
তবু নয়নের সাধ মিটে নাই হায়!
কেমন করিয়া তবে যায়?

বুক-ভাঙা প্রাণ-ভাঙা এ সাধের এক কণা
পারিল না দেখাতে তাহায়—
শত অভিশাপ বিধাতায়!

চাহিয়া র'য়েছে শুকতারা
রজনীর হৃদয় উপর—
পরাণটি আছে যেন আঁকা
তৃষা-মাখা আঁখির ভিতর।

নিস্তব্ধতা বসিয়া পারশে
ব্যজন করিছে একা একা—
এক কণা অশ্রু নাই চোখে,
মুখে নাই একটিও রেখা।

দূরে দাঁড়াইয়া দিগঙ্গনাগণ
দেব-শিল্পী-গড়া পুতলি মতন ;
নাসায় নাহিক শ্বাস, স্খলিত অঞ্চল বাস,
স্তম্ভিত নয়ন।

স্বপ্ন আর সহিতে না পারে,
দুটি কর চাপি বুকে ছুটে যায়—নিদ্রা যেথা
কাঁদিতেছে বসি এক ধারে।
দুজনে জড়ায়ে দুজনারে
শব্দশূন্য কি ভাষায় কাঁদে হাহাকারে !

নিঠুর মূরতি প্রকৃতির
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই,
রহিয়াছে সুগম্ভীর স্থির।

কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
মিলিয়া গিয়াছে বুকে তার ;
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
ওই বুকে মিলিবে আবার।

ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই চাহে না থাকিতে বাঁধা,
আপনি আপন র'তে চায় ;
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে প্রাণপণে
পদে পদে বাঁধিতে তাহায়—
বৃথায় বৃথায় !
সেই আপনার খেলা খেলিছে হৃদয়-হীনা
পাগলিনী-প্রায়—
হৃদয়ের এক প্রান্তে জ্বালি
ধূধূ দ্রুত দারুণ শ্মশান,
হৃদয়ের আর প্রান্তে ধীরে
স্বর্ণ-পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।

কুসুমের স্ফুটন-সুবাস,
বিহগের কূজন-উচ্ছ্বাস,
সদ্য-ঝরা নির্ম্মল শিশির,
প্রথম চমক জাহ্নবীর,
শিশুর প্রথম জাগরণ,
জননীর প্রভাত-চুম্বন,
সমীরের ব্যাকুল-পরশ,
কবিতার উৎসাহ-হরষ,
দম্পতীর সুখ-আলিঙ্গন,
নবোঢ়ার হেসে পলায়ন,
বিরহীর স্বপন-পিরীতি,
দুখী রোগী তাপীর বিস্মৃতি—
প্রকৃতির শ্মশান-হিয়ায়
সকলি মিলিয়া বুঝি যায় !

অন্ধকারে জন্মিয়া রজনী
অন্ধকারে ত্যজিল জীবন,
দেখিল না—বুঝিল না কেহ
শান্ত হৃদয়ের সেই প্রাণান্ত স্বপন।

কেবল
অলক্ষ্যে দেবতা এক কাঁদিল শিশির-ছলে
তিতিল ভুবন।

বন-পথে যেতে যেতে কহিল রমণী এক
ম্লান হাসি হাসিয়া গরবে—
কে জানে বাসিতে ভাল এত
নারী বিনা ভবে।

দূর তরু-তল হ'তে উত্তরিল নর এক
হৃদয়ে চাপিয়া দুটি কর—
চিরদিন অনুত্তীর্ণ সেই
রহিল এ হৃদয়-সাগর।

লোক-লোকান্তর হ'তে নিশ্বাসিল মৃত এক
চাহি ধরা 'পর—
চারিদিকে হেলাফেলা তবু কি সুন্দর!

ঊষা

নয়নেতে মোহ আঁকা—
অধরেতে হাসি মাখা
ঘুম-ভাঙা ঊষারাণী আসে পায় পায়।
সুনীল মেঘের কোলে
কিরীট-কিরণ দোলে,
সোনার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায়।

শুভ্র মেঘ-স্তরে-স্তরে
আলো-রেখা খেলা করে,
নিরমল নীলাকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া;
হাসিমাখা শুভ্র মুখ—
আধ-ঢাকা শুভ্র বুক
দিকনারী সারি সারি ঘেরে দাঁড়াইয়া।

ম্লানমুখী শুকতারা
আলোকে লাজেতে সারা,
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে বনে ;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায়,
স্বপ্ন আলুথালু প্রায়,
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব্ব দিক পানে।

ফুটিছে হাসিয়া ফুল,
দুলিছে লতিকাকুল,
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির,
পূর্ব্ব মুখে চেয়ে চেয়ে
পাখী ওঠে গেয়ে গেয়ে,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে শিহরে সমীর।

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা-রোল
ববম্ ববম্ বোল
প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগন মন্দিরে ;
ভাঙা সোপানের মূল,
শুষ্ক বিল্বপত্র ফুল,
বহে নদী কুল্ কুল্ মৃদুল অধীরে।

রাখাল গো-পাল পাছে
শিশ্ দিয়া চলিয়াছে,
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ;
ব্যাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশীতে ললিত ফোটে,
ঊর্দ্ধ কর্ণে মৃগযূথ আসে নেচে ধেয়ে।

নির্ঝরিণী এঁকে-বেঁকে
শত ইন্দ্রধনু এঁকে
ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হতে ;
ঝক্ ঝক্ গিরি-পরে—
তুষারে মেঘের স্তরে
ঢাকিয়া রেখেছে যেন কি এক জগতে !

ফুটো না ফুটো না, রবি,
থাক ঘোর-ঘোর ছবি ;
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন—মদির মধুর !
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি মোহ, নাহি পাপ—
কেটো না এ আবছা-জাল, প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর !

8

বাসন্তী প্রভাতে

আয় রে রূপসী প্রেয়সী আমার!
সে প্রিয় বসন্ত আসিছে আবার।
গাছে গাছে দেখ্ ফুটিতেছে ফুল,
আয় ফুল-মাঝে, সৌরভ আকুল!
ফুলে ফুলে দেখ্ চুমিতেছে অলি,
আয় ফুল-মধু, ফুলেতে উছলি!

সে প্রিয় বসন্ত আসিছে আবার,
আয় রে প্রেয়সী রূপসী আমার!
ডালে ডালে দেখ্ বসিতেছে পাখী,
আয় রে মূর্চ্ছনা, সপ্ত স্বরে ডাকি!
বহিছে তটিনী কূলে গড়াইয়া,
আয় বন-ছায়া, বাহু বাড়াইয়া!

স'রে গেছে শীত, সরিছে কুয়াসা,
আয় সুখ-সাধ, আয় ভালবাসা!
আয় রে কবিতা, আয় স্মৃতি দূর,
এ প্রভাত আজ বড়ই মধুর!
জর জর দেহ, থর থর প্রাণ,
আয় মদনের অব্যর্থ সন্ধান!

আয় অমরীর অলক্ষ্য চুম্বন,
গত জীবনের চির আলিঙ্গন!
শত শত ফুল ফুটিছে কায়ায়,
যৌবন-কাতরা, লুকাইবি আয়!
শত শত গান উঠিছে পরাণে,
বিরহ-বিধুরা, ঘুমা এসে গানে।

ঘুচিলে আঁধার—শুখালে শিশির
কেন ছুটে আসে মলয় সমীর?
বহিলে মলয় কেন ফুল হাসে?—
কেন শত হাসি আসেপাশে ভাসে?
ফুটিলে কুসুম কেন ডাকে পাখী?—
কেন বামে চায় পিপাসিত আঁখি?

মাধুরীর পিছে শতেক মাধুরী,
চোরা মন যায় শত বার চুরি।
তরুরে লতিকা বাঁধে শত ফেরে,
সাঁঝের তারারে শত তারা ঘেরে,
শত শ্বাস ঢাকা বাঁশীর নিশ্বাসে,
শতেক মিলন বিরহের পাশে।—

নায়কের পাশে নায়িকার শোভা,
কপোলের পাশে অশ্রু মনোলোভা,
নয়নের পাশে সরমের হাস,
অধরের পাশে বিজড়িত ভাষ,
হৃদয়ের পাশে আকুল কল্পনা—
আয় প্রেম-পাশে, রূপসী ললনা!

গাঁথিয়াছি মালা, আয় বাহুখানি,
লাজে পলায়ন—হেসে টানাটানি!
গাহিয়াছি গান, আয় মৃদু হাস,
নয়নে নয়ন—গোপনে নিশ্বাস!
পাতিয়াছি প্রেম, আয় রূপরাশি,
বুকে রাখি মুখ লুকা সুখ-হাসি!

নিশীথ গীত

যা, বায়ু, তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটি মোর ধীরে ধীরে তার কাছে ;
নিয়ে যাস্ বুকে ক'রে,
দেখিস্ পড়ে না ঝ'রে,
মনে বড় হয় ভয় বুঝিতে না পারে পাছে !

দেখিস্ আকুল হ'য়ে,
গানটিরে বুকে ল'য়ে
পড়িস্ নে ছুটে তার ঘুমে আলুথালু হৃদে ;
ভয়ে আশা যায় টুটে—
সে যদি কাঁদিয়া উঠে,
গানের বেসুরগুলো পাছে তার প্রাণে বিঁধে !

যা মোর গানটি নিয়ে
গঙ্গার উপর দিয়ে—
দুয়েকটি তরঙ্গেরে ঈষৎ চুম্বন করি,
একটু জোছনা মেখে,
একটু গোলাপে থেকে,
লতাদের মৃদু কম্প একটু বুকেতে ধরি—

মাথাটি বাহুতে থুয়ে
সে যেথায় আছে শুয়ে,
আলুথালু কেশদাম ভূমেতে পড়িয়া লোটে ;
আঁচল প'ড়েছে খ'সে,
কম্পিত উরসে ব'সে
আকুল জোছনা-রাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

যাস্, বায়ু, পায় পায়—
শুইয়া পড়িস্ গায়,
কোরক-হৃদয়ে তার গানটিরে দিস্ রেখে ;
সে যেন মধুর ঘুমে—
গানটির ধীর চুমে
স্বর্গের স্বপন সঙ্গে শৈশব স্বপন দেখে!

যেন রে প্রভাত হ'লে
ঘুমটুকু গেলে চ'লে—
স্বপ্নটুকু গানটুকু প্রেমটুকু থেকে যায়!
ঘুমটি ভাঙিয়া গেলে—
কাল যেন কাছে এলে
বন-হরিণীর মত চমকিয়া না পলায়।

সে

সে দিঠি—তরল জোছনায়
এলাইয়া পড়ে দেহ আলসে।
হৃদয়ের মেঘ-থরে-থরে
সুখের লহরী কত ঝলসে!

সে শ্বাস—মলয়-সমীরণে
কি মদির অধীরতা বরষে!
কল্পনার বনে উপবনে
কত ফুল্ল ফোটে ঝরে হরষে!

সে হাসি—বিমল উষালোকে
 কি নব চেতনা জাগে পরাণে !
স্বপনের ম্লান ঝোপেঝাপে
 কত পাখী গেয়ে ওঠে কে জানে !

সে স্বর—নির্ঝর ঝর-ঝর,
 উছলি চলিছে প্রেম-গরবে—
কামনার কূল উপকূল
 র'সে র'সে ভেসে যায় নীরবে !

সে পরশ—তড়িত-চমকে
 এ ধরা-জনম লয় ছিনিয়া—
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশায়ে,
 কোটি ধরা এ ধরায় আনিয়া !

মধু-যামিনী

আজি মধু-যামিনী !
জোছনা আকুল,
ঝরিছে বকুল,
তটিনী দোদুল গামিনী ;
দূরে ডাকে পিক,
ফুলে ছায় দিক,
আঁখি অনিমিক কামিনী।

বহে বায়ু দুলে
কুসুমে মুকুলে,
কোথা বাঁশী ভুলে কাঁদিছে !
স্বপনের ঘোরে—
কুসুমের ডোরে
কে যেন গো মোরে বাঁধিছে !

দেহে নাই বল,
নয়ন সজল,
টল্ টল্ টল্ পরাণে ;
নিশাসে নিশাসে
হাসি ম'রে আসে,
কে হাসে কে ভাষে—কে জানে !

তরুর ছায়ায়
কায়ায় কায়ায়,
হিয়ায় হিয়ায় সুদূরে !
ফুল-রেণু মত
আশা সাধ যত
কোথা খোঁজে পথ, বধূ রে !

ধরা ভেঙে চুরে
কোন্ সুর-পুরে
ছায়া মত ঘুরে কাহারা !
তুমি আমি, হায়,
চেনা নাহি যায় !
ছিল কি হেথায় ইহারা ?

এ যে ডুবে ভেসে
কোন্ সিন্ধু-দেশে
কাঁপি নিশি-শেষে দুজনা ;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে হায়
কূল ভেঙে যায়—
কে বলে কাহায় আপনা !

কাহার উপর
কে করে নির্ভর—
কে আপন পর কে জানে !
কোথা কার গেহ,
কোথা কার দেহ,
কোথা কার স্নেহ এ টানে !

জাগা রে চেতনে
প্রিয় সম্বোধনে—
দেহে বাঁধ মনে, দামিনি !
যাই ভেসে যাই—
বুঝি বা তলাই,
কি চোখেতে চাহি যামিনী !

U

দুর্ব্বহ জীবন

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !
কোথায় আসিতে যেন কোথায় এসেছি হেন !
কিছুতে বাঁধিতে নারি মন ।
আসিতে আপন দেশে প'ড়েছি বিদেশে এসে,
মরুভূমে বৃষ্টির মতন !
বৃন্তচ্যুত ফুল-প্রায় ভূমে প'ড়ে আছি, হায়,
কত ক্ষণে আসিবে মরণ !
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন ।

কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
দিন রাত আসে যায়, আসে যায় পায় পায়,
যায় যায় সাধের যৌবন।
কিছুতে উৎসাহ নাই, কিছু না পাইতে চাই,
আশা যেন অলীক বচন।
যেন শূন্য-গর্ভ মেঘ—নাহি গতি, নাহি বেগ—
দীর্ঘ এক তন্দ্রার মতন
প'ড়ে আছি স্তিমিতনয়নে।

প'ড়ে আছি স্তিমিতনয়ন।
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি পাপ, পরিতাপ,
নাহি দুখ, রোগের তাড়ন,
নাহি অভাবের জ্বালা, সংসারের ঝালাপালা,
দারিদ্র্যের বৃশ্চিক-দংশন।
সুখের অভাব নাই, তবু সুখ নাহি পাই—
সুখে একি অসুখ-দহন!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

সুখে একি অসুখ-দহন!
জননীর স্নেহরাশি, প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,
সুহৃদের রস-আলাপন,
জনকের আশীর্ব্বাদ, কোলে শিশু মায়া-ফাঁদ,
সোদরের ভক্তি-সম্ভাষণ—
তবুও সুখের বা'রে কাঁদি আমি হাহাকারে—
কার শাপে মোহ অচেতন!
সুখে একি অসুখ-দহন।

কার শাপে মোহ অচেতন!
জীবনে নাহিক দীপ্তি, হৃদয়ে নাহিক তৃপ্তি,
কুয়াসায় ঘেরা প্রাণ মন।
কামনার নাহি স্ফূর্ত্তি, দুখের নাহিক মুর্ত্তি,
মর্ম্মে মর্ম্মে তবু জ্বালাতন!
গড়ি দুখ নিজ হাতে, যুঝি যেন তার সাথে
নিজ মৃত্যু করিতে সাধন!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

পলে পলে একি এ মরণ !
বদ্ধ তড়াগের মত মর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মাহত,
স্রোতহীন প্রাণান্ত কম্পন !
ধরা ঘুরে ঘুরে, হায়, হ'য়েছে কি শ্রান্ত-প্রায়,
নারে দ্রুত ঘুরিতে এখন ?
চঞ্চল সময় কি রে চলে এত ধীরে ধীরে ?
এত দূরে থাকে কি মরণ ?
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !

যায় যায় সাধের যৌবন।
হাসি কাঁদি গাই বটে—দাগ নাই হৃদিপটে !
প্রাণে নাই প্রাণের বন্ধন !
যৌবনেতে জীর্ণ-জরা, জীবন্তে হ'য়েছি মরা,
ধরা যেন কারার মতন।
কি বিষাদে—অবসাদে প'ড়েছি বিষম ফাঁদে,
ভেঙে দেয় কে এ দুঃস্বপন !
যায় যায় সাধের যৌবন।

ভেঙে দেয় কে এ দুঃস্বপন ?
একি রোগ, কোথা মূল—একি আজন্মের ভুল !
এ পাপের নাহি প্রশমন ?
শুষ্ক পত্র ঝটিকায়, স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড-প্রায়
এ জীবন কেন বিড়ম্বন !
কেন হ'য়ে লক্ষ্য-হারা, ছিন্ন ধূমকেতু পারা,
নিরুদ্দেশে করি পর্য্যটন !
ভেঙে দেয় কে এ দুঃস্বপন ?

কোথা তুমি জীবন-জীবন !
আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী ভূমে আজ জানু পাতি,
কর তারে কৃপা বিতরণ।
বল তারে বল এসে—কোন্ পথে চলিবে সে,
কি উদ্দেশ্য করিবে বহন।
অকারণে দেহ-ভার পারে না বহিতে আর—
সহিতে এ অবস্থা-পীড়ন।
কোথা তুমি জীবন-জীবন !

কোথা তুমি জীবন-জীবন !
দাও, দেব, কর্ম্মে শক্তি, দাও, দেব, লক্ষ্যে ভক্তি,
দাও সুখ-দুখ-আবর্ত্তন।
সাধি হে জীবের কর্ম্ম, পালি হে জীবের ধর্ম্ম,
সহি নিত্য উত্থান পতন।
কর এই আশীর্ব্বাদ—অবসাদে পেয়ে সাধ
তব সাধ করি সমাপন।
হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ !

হৃদয়-সংগ্রাম

কি ভীষণ চ'লেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!

সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!
প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরী তারো সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রুসেনা এক জন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!

নর-জন্মে একি এ দুর্গতি,
একি রণ স্বজন-সংহতি!
একি অদৃষ্টের ফের—কোথা শেষ এ রণের?
সন্ধিতে কাহারো নাই মতি।
সবাই সবারে চায়—মিশাইতে আপনায়
দিয়ে মায়া, দিয়ে স্তুতি নতি।

হায়, একি হৃদয়ের রণ
পরস্পরে করিতে আপন!
সবারি পৃথক গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙিতে এ পার্থক্য-বন্ধন!
দেবে না থাকিতে দেহ আপনে—সম্পূর্ণ কেহ,
যাবে না-ও পথিক মতন।

চলিবে চলিবে অবিশ্রাম—
এ যে মহা মায়ার সংগ্রাম।
সবে যোঝে প্রাণ-পণে জয়ী হ'তে এই রণে;
পরাজয়ে—মরণ-বিরাম।
পরস্পরে রাশি রাশি নিক্ষেপিছে অশ্রু হাসি;
ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম!

আজ

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে যুঝে অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন !
ঘুচে গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর স্বপন।

আর সে কৈশোর-স্মৃতি
নাহি ফোটে নিতি নিতি
কবিতা-সুবাসে ;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।

ঘুচে গেল সে রোদন—
কোকিলের কুহরণ,
তরুর মর্ম্মর ;
ঘুচেছে সে অশ্রুধারা—
ঘাসে ঘাসে কেঁদে সারা
শিশির সুন্দর !

ঘুচেছে সে প্রেম-আশ—
সাগরের পূর্ণোচ্ছ্বাস,
প্রলয়ের দোলা !—
হেথা সৃষ্টি ভেসে যায়,
হোথায় না ফিরে চায়
সতী-হারা ভোলা ।

কোথা সে সম্পূর্ণে শূন্য,
প্রতি পাপে মহাপুণ্য,
আনন্দ আবেগে ;
জগতে জীবনে হেলা,
গ্রহে উপগ্রহে খেলা,
নিদ্রা মেঘে মেঘে ।

দেবতার গৃহ সম
কোথা সে হৃদয় মম
সদা মুক্তদ্বার ;
আত্মপর নাহি জানে,
ধূপে দীপে ফুলে গানে
সবে আপনার।

কোথায় সে ছবি-ভরা,
নিত্য-নব-আশে গড়া
প্রিয় ভবিষ্যৎ—
সুনূপুর নিনাদিত
জ্যো'স্নাপ্লুত কুসুমিত
দূর বন-পথ !

গতজন্ম-স্মৃতি প্রায়
রণভূমে কেন, হায়,
অলস জৃম্ভন !
যুঝিতে হ'তেছে যবে
যুঝি যুঝি যুঝি তবে
করি প্রাণ-পণ।

আয় রে অভাব, দুখ,
দরিদ্রতা বিষমুখ,
ক্ষুধা লেলিহান!
লুকা রে কল্পনা-দীপ্তি,
লুকা রে কবিতা-তৃপ্তি,
কবি-অভিমান!

কোথা তুমি

কোথা তুমি—কোথা তুমি—হে দেব মহান,
চাও একবার।
কার্য্য হ'তে কত দূরে— কারণের কোন্ পুরে
বিরাজ' হে মহাযোগী যোগে আপনার ?

হে জগদতীত দেব, কর রক্ষা কর
তোমার জগতে।
কি জন্য গড়িলে ধরা করি হেন মনোহরা ?
সেই শুভ বসুন্ধরা ছোটে যে বিপথে।

তোমারি নিয়ম—ল'য়ে সেই কঠোরতা,
সেই ভীম বল—
তোমারি নিয়ম পরে এ কি অত্যাচার করে—
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল দিয়ে রসাতল।

এই অনাদৃত সৃষ্টি, হে নির্ম্মম স্রষ্টা,
কাঁদে উভরায়।
ইচ্ছাহীন বাঞ্ছাহীন এ সৃজনে কোন দিন
যদি কোন ইচ্ছা থাকে হ'য়েছে বৃথায়।

তোমারি প্রদত্ত জ্ঞান—হের, জ্ঞানময়,
লুপ্ত অহঙ্কারে ;
ভক্তি বাচালতাময়, সুখ শান্তি স্বার্থে লয়,
স্নেহ প্রীতি মৃত-প্রায় অবিশ্বাস-ভারে।

সৃষ্টি হ'তে দূরে র'লে এ সৃজন-লীলা
চলিবে না আর।
যা হবার গেছে হ'য়ে, থাক এবে সৃষ্টি ল'য়ে,
জীব যথা আছে ল'য়ে জীবন তাহার।

এস, এ জগত-মাঝে সুখ-দুখময়
ক্ষুদ্র বাসনায়।
নিত্য অনুমানি' মানি' বুঝিতে পারে না প্রাণী,
সুখ-দুখ-মোহাতীত চৈতন্য তোমায় !

জগতের দুখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব
তত তুচ্ছ নয়।
কে জানে প্রলয়ে কবে এই বিশ্ব ধ্বংস হবে,
হের, নিত্য সহে প্রাণী সে দূর প্রলয়।

অসহ্য এ ভাগ্য, বিধি, সংহর সংহর,
হোক্ যার ক্রিয়া ;
জগত ধ্বংসের পরে কে পুন সৃজন করে ?
জুড়াও জুড়াও এই শত ভাঙা হিয়া।

পারি না বহিতে আর দুখের পসরা,
সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়ে— মরণে বিশ্বাস দিয়ে
যেমন গড়িয়াছিলে পুন গ'ড়ে লও।

অভেদে প্রভেদ

১

নারি,
যুগ যুগান্তর ধরি একত্রে সংসার করি,
এক লক্ষ্য অনুসরি আমরা দুজনে,
তবু—তবু কি প্রভেদ এ জৈব মিলনে!

দুজনায় সুখে দুখে, ফুল্ল বা বিষণ্ণ মুখে
পাশাপাশি আছি বটে দাঁড়ায়ে সংসারে;
দারিদ্র্যে বা অভিমানে দুজনায় জ্বলি প্রাণে,
এক শোকে তাপে বটে কাঁদি হাহাকারে;

এক চিন্তা, এক ডর, এক শত্রু মিত্র পর,
দুজনে বেঁধেছি ঘর পরস্পরে ধরি;
এক আশা, এক কর্ম্ম, এক পাপ, এক ধর্ম্ম,
এক স্রোতে ভাসি বটে জড়াজড়ি করি;—
তবু—তবু কি প্রভেদ এ অভেদে পড়ি!

২

প্রত্যক্ষ-আপনা ধ'রে ওই সুখ দুখ ঘোরে,—
  ক্ষুদ্র পরিসরে চির পঙ্কিল মলিন ;
ওই গর্ব্ব অভিমানে স্বার্থ-সিদ্ধি টেনে আনে,—
  সদা ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধ ফণা কঠোর কঠিন।

ওই আশা তৃষা, হায়, সদা ডাকে আপনায় ;
  আত্মপর আপনার অঙ্গুষ্ঠ ভিতরে ;
ওই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শান্তি, চিন্তা, ডর, ভুল, ভ্রান্তি-
  লূতা সম আপনার তন্তুতে বিহরে।

এই সুখ দুখ মোর অপ্রত্যক্ষে সদা ভোর,
  হৃদয় ভেদিয়া ছোটে লুঠিতে আত্মায় ;
দারিদ্র্য বা অভিমান, চিন্তা, ডর, বাহ্যজ্ঞান
  হারাইয়া ফেলি সদা কে জানে কোথায় !

দূরে দূরে কত দূরে এ কল্পনা সদা ঘুরে,
  আশা তৃষা অত দূরে উড়িতে না পারে ;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আত্মপর হ'য়ে যায় একত্তর,
  সংসারে থাকিয়া আমি সংসারের বা'রে।

৩

অভেদে প্রভেদ এই কিবা সুমঙ্গল !
এ সংসার-রণাঙ্গনে হেন দৃঢ় আলিঙ্গনে
না বাঁধিলে এই দুটি ভিন্ন মহাবল,—
গ্রহ উপগ্রহ ল'য়ে বিশ্ব যেত চূর্ণ হ'য়ে,
বিধির সৃজন-কল্প হইত বিফল।

অভেদে এ ভেদ সম—কোথা র'তো নিরুপম
শরতে এ বর্ষা-ছায়া, রৌদ্রে মেঘ-ধ্বনি,
শীতের সায়াহ্ন-বেলা সহসা মলয়-খেলা,
সাগরে অনল-লীলা, বিদ্যুতে অশনি।

৪

নারি,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা ;
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা।

তুমি স্বস্তি-শান্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুখ-হরা ;
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
মুগুধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষ-কাতরা।

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।

তুমি হেসে ব'সে বামে, সাজাইয়া ফুল-দামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর।
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।

যে দিকে ফিরিয়া, প্রিয়ে, দেখ একবার—
আমাদেরি দুই বলে, এই ভেদাভেদ-ছলে
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র, চলে ত্রিসংসার।

কামে প্রেমে

১

কি মধু-যামিনী !
সুদূর তটিনী-বুকে চন্দ্রিকা ঘুমায় সুখে,
বিহ্বলা বিবশা যেন নবোঢ়া-কামিনী।
তর-তর থর-থর বন উপবন
সঙ্গীতে কাঁপিছে যেন চিত্রের মতন।

বিস্মিত নয়নে,
ঢল-ঢল পূর্ণ শশী সুনীল আকাশে বসি,
খুজিতেছে ধরণীর পাতি-পাতি যেন—
এ পূর্ণ জগত-মাঝে অপূর্ণতা কেন ?

ল'য়ে তরু-লতা-পাতা-চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা,
ধরণী নিশ্বসি কহে, কপোলে শিশির বহে,
'কোথা রসে মহারাসে সে শ্যাম রাধিকা !'
কোথা—কোথা—কোথা !

২

কোথা প্রেম, কোথা প্রীতি, সে কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই জাগরণ,
নয়নে নয়নে সেই চির অন্বেষণ!

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, কি অশ্রান্ত মহাভ্রান্তি!
শুকায় না—ফুরায় না কি সুধা-নির্ঝর!
জীবনে নাহিক শেষ কি কাব্য সুন্দর!

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে, নরকের কোলাহলে
সেই ঋষি-আশীর্ব্বাদ, দেব-গলহার!
সাধনার চিরধন, জন্ম-মৃত্যু-দ্বার!

৩

হায়, প্রিয়ে, হায়,
কই কই সে মিলন—লতিকার আলিঙ্গন,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়,
পাকে পাকে ভাঙে চিত্ত, তবু কি আনন্দ নিত্য,
রোমে রোমে যেন মত্ত সমুদ্র গড়ায়!

কই সেই সুখ স্থির, সে মহান, সে গম্ভীর—
অনন্ত আকাশ সম আপনায় লীন ?
সে আগ্রহ, সে নিগ্রহ, সে যন্ত্রণা অহরহ,
শত রবি শশী মরে—ভ্রুক্ষেপ-বিহীন !

কই সে করুণ স্পর্শে শত স্বর্গ জাগে হর্ষে ?
কই সে ভ্রুভঙ্গে শত নরক সৃজন ?—
ধরণী লোটে না পায়, ভাগ্য অচেতন-প্রায়,
জীবনে জাগে না আর সহস্র জীবন !

৪

কবি যোগী ঋষি ল'য়ে সে প্রেম উধাও হ'য়ে
পলায়েছে স্বর্গে—কিম্বা নন্দনে নির্ব্বাণে।
ভূত-দেহ আছে পড়ি, পিশাচের বেশ ধরি
আমরা কি নৃত্য করি এ অমা-শ্মশানে !

ল'য়ে তার শুভ হাসি গড়ি টীকা রাশি রাশি,
প্রাণ-গত অশ্রু ল'য়ে বাদ প্রতিবাদ ;
নিশ্বাস প্রশ্বাস ধরি আশ্লেষ বিশ্লেষ করি,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে ধরি শঠতা প্রমাদ।

ভালবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি,
এ অনন্ত সাম্নুভূতি খেয়ালের নয় ;
বহু স্বার্থ-আত্ম-ত্যাগে, বহু জপে তপে যাগে,
বহু ধৃতি ক্ষমা ব্যগ্রে প্রেম সমুদয়।

৫

বল, প্রিয়ে, ইহা কাম, বিধাতা সদাই বাম,
তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-ক্ষেপণ ;
রাগে মানে বেঁচে র'য়ে, ম'রে যায় তৃপ্ত হ'য়ে,
বিরক্তি ভ্রুকুটি স'য়ে চুম্বনে মরণ।

•

এ 'প্রাণের গলি-ঘুজি কৌতুকে ভ্রমিয়া বুঝি,
আশা সাধ মায়া তৃষা দুদণ্ডে পড়িয়া,
সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের সম,
ফেলে দিলে তৃপ্ত হ'য়ে তাচ্ছিল্য করিয়া।

নীলাকাশ শশী রবি—অতি পুরাতন ছবি,
তাই তায় নাহি পড়ে ভুলিয়া নয়ন ;
তমান্ধ খনির তলে ক্ষুদ্র মণিকণা জ্বলে,
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া তার দুষ্প্রাপ্যে যতন!

কল্পনায় মূর্ত্তি এঁকে, অথবা চকিতে দেখে
আজীবন ভক্তি-ভরে পারি পূজিবারে !
পারি কৃষকের মত ছুটিবারে অবিরত
ইন্দ্রধনু পিছে পিছে যেতে স্বর্গদ্বারে !

৬

শত ফেরে প্রাণ ঢাকি তবে দূরে ব'সে থাকি ;
অহো, একি কপটতা—মাঙ্গল্যে সন্দেহ !
নগ্ন প্রাণে নগ্ন দেহে শিশু আসে ভব-গেহে,
কেন রবি-শশী-চোখে ধরা করে স্নেহ ?

দিবা-পাশে অন্ধকার, উপভোগে শ্রান্তি-ভার,
পূজা পরে বিসর্জ্জন জগত-নিয়ম ;
প্রণয় জগদতীত যত দাও নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা, নাহি ধারা ক্রম।

যত জ্যো'স্না ঝ'রে পড়ে, তত চাঁদ শোভা ধরে,
বিলালে ছড়ালে প্রেম কোটি গুণে বাড়ে।
নায়ক মশানে যায় তবু প্রিয়াগুণ গায়,
মৃতদেহ প'চে যায় নায়িকা না ছাড়ে।

শেষ

প্রিয়ে,
পড়িবে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে
যবে তোর প্রাসাদ-উপরে,
পায়ে পায়ে কাননের শোভা
লুকাইবে আঁধার-ভিতরে,
ব'সে গবাক্ষের ধারে ব'সে ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে
উঠিবে যখন—
দূরে জন-কোলাহল, কৃত্রিম নির্ঝর রব,
তরুর নর্ত্তন
আসিবেক থামিয়া যখন—
আঁধারের সমভূমি পানে
একবার ফিরায়ো নয়ন।
হয়তো একটি শ্বাস—এক বিন্দু অশ্রুজল
ঝরিলে ঝরিতে পারে কেঁপে উঠে মন,
ভেবে কারো আঁধার জীবন।

চুমি বায়ু ফুলে বার বার
কোন্ জনমের কথা, কোন্ স্বদেশের কথা
কহিলে কহিতে পারে আসি
দুলাইয়া অলকা তোমার।
শয্যাগৃহে যেতে যেতে অঞ্চলে নয়ন মুছি
আকাশের পানে, সখি, চেয়ো একবার—
হয়তো সহস্র তারা ছুটিতে ছুটিতে মিলে
দেখালে দেখাতে পারে শৈশব কাহার!
পড়িলে পড়িতে পারে মনে—
কারো গান, কারো কথা, কারো সুখ দুখ ব্যথা,
কোলে নিয়ে বাজাতে সেতার।
যাক্ স্মৃতি, কাজ নাই আর।

২

যবে নিশি হবে ক্রমে গাঢ়—
দাসী সখী আত্মীয়া স্বজন
দিবসের কাজে ক্লান্ত দেহ
আসেপাশে করিবে শয়ন;
আসেপাশে আলুথালু হ'য়ে
খসিয়া পড়িবে ধীরে বুকের বসন;

আলসে শরীর খানি শয্যায় পড়িবে ঢ'লে
আলসে আসিবে ধীরে মুদিয়া নয়ন ;
একে একে একেবারে প্রাসাদের আলোগুলি
যাইবে নিবিয়া,
অলক্ষ্যে নীরবে জাগরণ
যাবে দূর তন্দ্রায় ডুবিয়া—
সে সময়ে যদি, সখি, আসে বা স্বপন-ছলে
একটি অস্ফুট জাগরণ—
একটি সরসী-তীরে বহে বায়ু ধীরে ধীরে,
হাতে হাতে ভ্রমে হেসে শিশু দুই জন,
একে বাজাইছে বাঁশী, অন্যে তোলে ফুলরাশি,
ঘুরে ফিরে হাতে হাত, নয়নে নয়ন।—
যাক্ যাক্, সত্য কভু নহেক স্বপন।
বয়সে বুঝিনে যাহা শৈশবে তা বুঝেছিনু
হয় না প্রত্যয়।
হৃদয়ে কি নাই সে হৃদয়!
যা ছিল সকলি আছে, স্বপন টুটিয়া গেছে—
আমি বুঝি আত্মহারা, সই,
যা নয় তা ভেবে ভেবে—যা নই তা হই!

৩

যাক্ স্মৃতি, যাক্ স্বপ্ন-কথা,
তুমি অতি সুকোমল লতা।
তোমার সুখের তরে কত লোকে কি না করে,
সেধে সেধে সহে শত ব্যথা।
তোমার সুখের লাগি, শত শত নিশি জাগি
কিছু যদি আনি,
ফুলের সুবাস মত, নদীর তরঙ্গ মত,
আদরে কি ধরিবে না বুকে—
তুমি শোভা-রাণি ?
প্রত্যহ প্রভাতে উপবন
ফুলরাশি দেয় উপহার,
বায়ু দেয় পরিমল ভার,
মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জ দেয় ছায়া,
সন্ধ্যায় জলদ কত মায়া—
আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুদ্র দীপ,
যা ছিল আমার।
জ্বালিয়া এ প্রদীপটি খুলিয়া ও হৃদয়টি
এই চাই—দেখো একবার।

প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁজে স্থখে কিম্বা দুখে যাহা
দেখ নাই—পারিনি দেখাতে,
হয়তো অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আঁধারে মিশে
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোন এক রাতে!
ক্ষণ তরে জীবন চঞ্চল,
ক্ষণ তরে শূন্য ধরাতল—
হয়তো সরিতে পারে সেই রেখা-পাতে!
তার পর—অদৃষ্ট আমার,
নিন্দা ক'রো, ঘৃণা ক'রো, ত্যক্ত হ'য়ো, ভুলে যেয়ো,
যা ইচ্ছা তোমার।
কিন্তু সখি, আবার—আবার
এই নিন্দা ঘৃণা যেন সম্মুখে ভেঙো না কারো,
পূজারে ভেবো না খেলা করি অবিচার।
শুনিয়া এ মর্ম্মকথা বলি সবে উপকথা
ক'রো না প্রাণান্ত অত্যাচার।
প্রাণাধিকে, শপথ আমার।

সমাপ্ত

সাহিত্য যন্ত্র ; ১২, রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান ; কলিকাতা।